দৈনিক ইনকিলাব

55

তারিখ ... FEB. 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ... 11 ... কলাম ... 2 ......

### বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

# মাদ্রাসা শিক্ষা বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানীর ক্ষেত্রে বাধা বলে বন্ধের দাবী তোলা হচ্ছে

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে চক্রান্ত এবং মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রেফতার ও হয়রানি অব্যাহত রাখার তীব্র প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার নেতৃবৃন্দের বিবৃতি প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আত্মপরিচয় পরিত্যাগ না করার দুর্নিবার আকাংক্ষাকে উজ্জীবিত করার কাজে সচেষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষা ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানীর ক্ষেত্রে একটা বাধা। তাই মঙ্গল প্রদীপ, উলুধ্বনি প্রভৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতির সেবক একশ্রেণীর তথাকথিত মুখচেনা বুদ্ধিজীবী সরকারী প্রশ্রয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবী জানানো দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের আহবায়ক আলহাজ্ব সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী, যুগ্ম আহবায়ক আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম আরমানী, আলহাজ্ব হাফেজ আঃ মালেক, সদস্য সচিব আলহাজ্ব মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নেছারুল হক, মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের জন্য কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে হামলার অজুহাত বানিয়ে দেশের সর্বত্র মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ পাইকারী অভিযান ও ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা ও কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান। ইসলাম ধর্মের ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর তাদের বিশ্বাস অনড় ও অকৃত্রিম। শত শত বছর ধরে এদেশের মক্তব, মাদ্রাসা, খানকা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে জনগণের ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে আসছে। অতীতে ধর্মবিরোধীদের কাছ থেকে ইসলাম ও তার অনুসারীদের উপর বার বার হামলা এসেছে কিন্তু মুরতাদদের কোন হামলা ও ষড়যন্ত্রই এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা নষ্ট করতে পারেনি এবং যতবারই ইসলাম ও তৌহিদী জনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে তত বারই ইসলাম ও তৌহিদী জনতা আরো শক্তিশালী হয়েছে। বিবৃতিতে তারা বলেন, বর্তমান সরকার ও তার সমর্থক গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ও তার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ ধর্মদ্রোহিতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র অতীতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে ভবিষ্যতেও সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। নেতৃবৃন্দ মাদ্রাসা শিক্ষা তথা আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব ও ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত এবং মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রেফতার ও হয়রানির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বলেছেন যে, এ চক্রান্ত এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

তিনি বলেন কারো কাছে আত্মপরিচয় পরিত্যাগ না দেয়ার দুর্নিবার আকাংক্ষাকে উজ্জীবিত করার কাছে সচেষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষা ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানীর ক্ষেত্রে 'প্রকট' বাধা। তাই মঙ্গলপ্রদীপ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] বিজাতীয় সংস্কৃতির সেবক একশ্রেণীর তথাকথিত মুখচেনা বুদ্ধিজীবী তাই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবী জানাতে দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

তিনি হরকাতুল জিহাদের ধুয়া তুলে বিভিন্ন ইসলামী এনজিও এবং মাদ্রাসার ব্যাংক একাউন্টস অপারেশন বন্ধ রাখার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, সম্পূর্ণ বৈধভাবে আসা এসব অর্থ আটক রাখা বেআইনী। তিনি অবিলম্বে বেআইনী আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহবান জানান।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বিশ্ব ইজতেমা শেষে সারাদেশ থেকে কিল্লার মোড়স্থ দলীয় কার্যালয়ে আগত নেতা-কর্মীদের এক সমাবেশে বলেন, পুলিশহীন বিশ্ব ইজতেমা প্রমাণ করেছে যে এদেশের ইসলামী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দ্বীনদার জনগোষ্ঠীকে এক শ্রেণীর উম্মাদ জ্ঞান পাপী বুদ্ধি ব্যাপারী কর্তৃক ধর্মান্ধ আখ্যাদান ও তাদের নির্মল চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টাসহ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেয়ার নিলর্জ ওকালতি উস্কানিমূলক ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বাস্তবতা হচ্ছে এদেশের ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠী সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। যদি হত তাহলে মাদ্রাসায় শিক্ষিত আলেম-উলামাদের সাথে পুলিশী দাঙ্গা এবং বিশ্ব ইজতেমায় পুলিশের প্রহরার প্রয়োজন হত। মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় নেতা মাওঃ হেদায়েত উল্লাহ, জনাব ডাঃ আতাউর রহমান চৌধুরী (নোয়াখালী), হাফেজ সালেহ আহমদ (চট্টগ্রাম), মাওঃ খোদাদাদ হোসেন (চুয়াডাঙ্গা), মাওঃ জানে আলম (কুমিল্লা), মুক্তিযোদ্ধা ক্বারী মাসউদুল হক (কিশোরগঞ্জ) ও মাওলানা আঃ রশিদ (ফেনী) প্রমুখ।

বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির সভাপতি ফরমান উল্লাহ খান বলেছেন, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাগ্রত মুসলমান জনগণের অধুনা যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং তারই প্রেক্ষাপটে বৃহত্তম বিরোধীদল জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ধর্মীয়গোষ্ঠী ইসলামী ঐক্যজোটের যে এক মহাঐক্য ও মঞ্চ গড়ে উঠেছে, তাকে পশ্চাৎ দিক থেকে ঘায়েল করার জন্যই আওয়ামী সরকারের এটা একটি বানোয়াট দূরভিসন্ধিমূলক ও সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলমান দেশ। এখানে ধর্মীয় শিক্ষানীতি, মাদ্রাসা, মক্তব ও দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র হোক বা আঘাত আসে তা বাংলার ঘরে ঘরে শুধু আগুনই জ্বালাবে। সময় থাকতে সাবধান হওয়ার জন্য আমি আওয়ামী সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাবেক ১৪ জন ছাত্র নেতা এক বিবৃতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে হেয় ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশপ্রেমিক ছাত্র জনতা ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন কনক জহির, মাহবুবুর রহমান, ফখরুল আহসান রানা, [illegible] হোসেন খান, [illegible] আউয়াল, [illegible] হোসেন।